

আশরাফ আলী খানভী রহ.

আশরাফ আলী খানভী রহ. ছিলেন একজন দেওবন্দী আলেম, সমাজ সংস্কারক, ইসলামী গবেষক এবং পুরোধা ব্যক্তিত্ব। তিনি ভারতের খানা ভবনের নিবাসী হওয়ার কারণে তাঁর নামের শেষে "খানভী" যোগ করা হয়। ভারত উপমহাদেশ এবং এর বাইরেরও হাজার হাজার মানুষ তাঁর কাছ থেকে আত্মশুদ্ধি এবং তাসাউফের শিক্ষা গ্রহণ করার কারণে তিনি "হাকীমুল উম্মত" (উম্মাহর আত্মিক চিকিৎসক) উপাধিতে পরিচিত। মুসলমানদের মাঝে সুন্নতের জ্ঞান প্রচারের সংস্থা "দা'ওয়াতুল হক" তাঁরই প্রতিষ্ঠিত।

জন্ম ও শৈশব:

মাওলানা আশরাফ আলী খানভী রহ. ১৯ আগস্ট, ১৮৬৩ খ্রিষ্টাব্দে / রবিউস সানী ৫, ১২৮০ হিজরীতে ভারতের উত্তর প্রদেশের খানা ভবনে জন্মগ্রহণ করেন। বুজুর্গ হাফেজ গোলাম মুর্তজা পানিপথীর নির্দেশক্রমে নবজাতকের নাম রাখা হয় "আশরাফ আলী"। তাঁর বাবার নাম ছিল আবদুল হক। তিনি উমর রা. এর বংশের লোক ছিলেন আর তাঁর মাতা ছিলেন ছিলেন আলী রা. বংশের। আল্লামা খানভী রহ. ভাই-বোনদের মাঝে সকলের বড় ছিলেন। শৈশবে মাত্র পাঁচ বছর বয়সে তিনি মাকে হারান।

শিক্ষাজীবন:

শৈশবেই তিনি হাফেয হোসাইন আলী রহ.-এর কাছে সম্পূর্ণ কুরআন মুখস্থ করেন। ফার্সি ও আরবী ভাষার প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করেন নিজ গ্রামেই হযরত মাওলানা ফতেহ মুহাম্মদ খানভী রাহ.-এর কাছে। ১২৯৫ হিজরীতে হাকীমুল উম্মত রহ. ইসলামি জ্ঞান-বিজ্ঞানে উচ্চশিক্ষা অর্জনের জন্য দারুল উলুম দেওবন্দে ভর্তি হন। পাঁচ বছর পর ১৯ বছর বয়সে তিনি দেওবন্দের শিক্ষা সমাপ্ত করেন। দারুল উলুম দেওবন্দে তিনি হাদীস, তাফসীর, আরবী সাহিত্য, ইসলামী দর্শন, যুক্তিবিজ্ঞান, ইসলামি আইন এবং ইতিহাস অধ্যয়ন করেন। দারুল উলুম দেওবন্দের প্রথম যুগের শিক্ষা সমাপনকারী ছাত্রদের মাঝে তিনি অন্যতম। এরপর তিনি কেরাত (কুরআন পাঠ সম্পর্কিত একটি বিদ্যা) ও তাজবীদের (কুরআনের শব্দসমূহ সঠিকভাবে উচ্চারণ করার বিদ্যা) শিখেন মক্কা মুকাররমায় মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কীর কাছে।

কর্মজীবন:

১৩০০ হিজরীতে হাকীমুল উম্মত রহ. কানপুরের ফয়যে আম মাদ্রাসায় মাসিক ২৫ টাকা বেতনে শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। তাঁর জ্ঞানের কারণে তাঁর উপাধি দেয়া হয় বাহরুল উলুম (জ্ঞানের সাগর)। পরবর্তীতে তিনি কানপুরের টপকাপুরে জামিউল উলুম মাদ্রাসার প্রধান পরিচালকের আসন অলংকৃত করেন। সেখানে তিনি ১৪ বছর শিক্ষকতা করেন। পরবর্তীতে ১৩১৫ হিজরীতে হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কীর রহ. পরামর্শে তিনি খানা ভবনের খানকাহে ইমদাদিয়ায় অবস্থান গ্রহণ করেন এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করেই ইসলাম প্রচার, আত্মশুদ্ধি, তাসাউফ ও রচনার কাজ করে যান।

মৃত্যু:

১৬ রজব, ১৩৬২ হিজরী/ জুলাই ১৯, ১৯৪৩ খ্রিষ্টাব্দে আল্লামা খানভী রহ. খানা ভবনে মৃত্যুবরণ করেন। সেদিন সোমবার ছিল। তাঁর জানাযার নামাজে ইমামতি করেন মাওলানা যাকার আহমেদ উসমানী রহ.। খানাভবনেই ইশকে বাযান নামক কবরস্থানে মুজাহিদ হাফেয জামেন শহীদ রহ.-এর মাযারের পাশে তাঁকে দাফন করা হয়।

রচনাবলী:

তিনি সারা জীবনে ছোট-বড় প্রায় সাড়ে বারো হাজারের উপরে গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থগুলোর মাঝে অন্যতম হলো ফিকাহ বিষয়ক গ্রন্থ বেহেশতী জেওর। যা ভারত উপমহাদেশের সাধারণ মুসলমানদের মাঝে বহুল পঠিত। এছাড়া তাঁর রচিত কুরআন শরীফের উর্দু তরজমার গ্রন্থ বয়ানুল কুরআন (কুরআনের ব্যাখ্যা) সুপরিচিত। তিনি জাতির কল্যাণের জন্য তাঁর সকল গ্রন্থের স্বত্ব উনুক্ত রেখেছেন।

তাঁর রচিত গ্রন্থের তালিকা:

বেহেশতী যেওর	তারবিয়াতুস সালেক	মুনাযাতে মাকবুল	ইমদাদুল ফাতাওয়া	তোহফায়ে রমজান আগলাতুল আউয়াম
ইসলাহুর রুসুম	জায়াউল আমাল	কালিদে মসনবী	হাসিলে তাসাওউফ	আপনে ঈমান কি হিফাজাত কিজিয়ে
কাসদুস সাবীল	আদাবুল মুআশারাত	ফাওয়াদুস সুহবাত	মাওয়াদিয়ে আশরাফিয়া	মালফুযাতে কামালাতে আশরাফিয়া
আমালে কুরআনী	রমজানুল মোবারক	ইসলামে পর্দার গুরুত্ব	রমজানের তিন ইবাদাত	আল-তাকাশুফ আন মুহিম্মাত আল-তাসাওউফ
তালীমুদ্দীন	তাতহীরে রমজান	জামালুল কুরআন	আশরাফুত তাফসীর	সওম আউর ঈদ কি তাকমীল তোহফায়ে যাওজাইন
			রমজান কা খালিস রাখনা	ইসলামী জিন্দেগি কি চার আহাম উসুল